নিত্য ঠাকুর রাগ হইয়ো না

নিত্যানন্দ দাশ আবার লিখিয়াছেন। যাহা ভাবা গিয়াছিল তাহাই হইলো- তাঁহার কৃপায় কুম্মাড কূলে নাম লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম। আমি বলিলাম, স্বামী প্রভুপদ গত হইয়াছেন দুই যুগকালের অধিক হইলো, তিনি বুঝিলেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ঠিক কোন দশকে তিনি ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন। তবে তাহাকে যে একেবারে কোন প্রশ্ন করি নাই তাহা বলিব না। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বৈষ্ণব দীক্ষা সম্প্রতি লওয়া হইয়াছে কিনা? তা তাহাতে তিনি রাগ হইয়াছেন, কৃষ্ণভক্ত প্রাচীন নিত্যানন্দ দাশ এ অধম অনার্যকে অর্বাচীন বলিয়াছেন। ঘটনাটি তবে ভাঙ্গিয়াই বলিঃ-

'শ্রী শ্রী প্রভুপদ নিত্যানন্দ দাশের বচন '-নামক লেখাটিতে তিনি গীতার ২২ নম্বর শ্লোকের ব্যখ্যা সন্নিবেশিত করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন। এ অধম, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও গীতার কোথাও তাহা দেখিতে পাইলো না। তবে ইংরাজীতে অনূদিত 'পূরাণ' অধ্যয়ন করিতে যাইয়া উক্ত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কিমাশ্চর্যম! উহার নম্বরটিও ২২ (canto 1, chapter 1, verse 22)। তো তাহাই যখন শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ দাশকে বলিতে গেলাম, তিনি ক্ষেপিয়া উঠিলেন, বিস্তর ষাট, ষাট, করিয়া অধর্মের বালাই তাড়াইতে লাগিলেন। কাহার 'মা'-এর যেন বড় গলা বলিয়া শুনিয়াছিলাম। বলি, মহাশয়ের কোন গীতাখানি পড়া হইয়াছে, বলিবেন কি? আপনি ছাড়া স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে দেব-নর-অসুর কূলে আর কেহ যে তাহা পড়িতে পারিলনা!

এইবার তাঁহার লেখনীতে দেখিলাম, তিনি আর গীতা হইতে শ্লোক বলিলেন না। শ্রীমদ ভগবতম এর স্মরণাপন্ন হইয়াছেন-এক্ষণে গ্রন্থখানির নাম সঠিক হইল। ইহারই অপর নাম পূরাণ, গীতা নয়। পূরাণ আর গীতার অন্যান্য পার্থক্যের মধ্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে যে গীতার শ্লোকের সংখ্যা সাতশতটি অন্যদিকে পূরাণে শ্লোকের সংখ্যা দশ সহস্রাধিক। নূতন গৈরিক লওয়া সকলেই যে শ্রীমদ ভগবতম ও শ্রীমদ ভগবত গীতার মধ্যে পার্থক্য করিতে পারিয়াছে তাহা কোনক্রমেই বলা যাইবে না। তাই আদর করিয়া বলি, "নিত্য ঠাকুর রাগ হইওনা"।

ধন্যবাদান্তে,

মোহাম্মদ আমান উল্লাহ
অক্টোবর ০২, জুরিখ